পুজোর পর সংক্রমণ সামলাতে হাসপাতালে শয্যা বাড়ছে

শিলিগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : পুজো কমিটিগুলিকে হরেক নির্দেশ দেওয়া হল ঠিকই কিন্তু সেই নির্দেশিকা মানা হচ্ছে কি না সেটা দেখার জন্য প্রশাসনের কোনও দল গঠন করা হচ্ছে না। ফলে বাস্তবে করোনার সংক্রমণ আটকাতে ভিড় এড়ানোর কথা বলা হলেও আদৌ তা কতটা সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশাসনকে আরও সক্রিয় করতে না পারলে শিলিগুড়ির সংক্রমণে লাগাম টানা যে সম্ভব নয়, তা বুঝেছেন কোভিড-১৯'এর উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি) ডাঃ সুশান্ত রায়। তিনি দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকে শনিবার থেকেই জেলার বাজারগুলিতে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করার নির্দেশ দিলেও বাস্তবে তা কতটা কার্যকর হবে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের আট জেলার মধ্যে দার্জিলিংয়ে সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি। সরকারি সূত্রে খবর, এখানে শতকরা ১৪ শতাংশ হারে করোনার সংক্রমণ হচ্ছে। পুজোর বাজারে অস্বাভাবিক ভিড় বাড়ার কারণেই সংক্রমণ বাড়ছে বলে বিশেষজ্ঞদের দাবি। পুজোয় যেভাবে মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় হয় তাতে সংক্রমণের মাত্রা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় শুক্রবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে দার্জিলিংয়ের জেলা প্রশাসন, শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটান পুলিশের আধিকারিক এবং শিলিগুড়ির বিভিন্ন পুজো কমিটিকে নিয়ে বৈঠক করেন ওএসডি সুশান্তবাবু। পুজোয় ভিড় আটকাতে না পারলে পরবর্তী সময়ে মারাত্মকহারে করোনার সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কা করেছেন তিনি। এমনকি ইদানীং যাঁরা করোনায় সংক্রামিত হচ্ছেন তাঁদের ভাইরাল লোড অনেক বেশি থাকছে বলে সুশান্তবাবু জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিশ্বকর্মাপুজোর একদিনের ভিড়ে সংক্রমণ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। তাহলে দুর্গাপুজোয় ৮-১০ দিনে কী পরিস্থিতি হবে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। মানুষ যদি সচেতন না হন, এবারের পুজোটা অন্তত ভিড়ে না গিয়ে দূর থেকেই আনন্দ করার কথা না ভাবেন, তা হলে ভয়ংকর বিপদ আসছে। তাই আমাদের আবেদন, ভিড় এড়িয়ে চলুন ও মাস্ক পরে শারীরিক দূরত্ব মেনে চলুন। তবুও পুজো কমিটিগুলিকে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার রাখার ব্যাপারে বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি পুজোমণ্ডপেই বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক পরে প্রবেশ করতে হবে। যদি কেউ মাস্ক না পরে আসেন তাঁকে পুজো কমিটি মাস্ক দেবে। কোনও পুজোমণ্ডপই ঘেরা জায়গায় করা যাবে না, তিনদিক খোলা থাকতে হবে। ভিড় যাতে না হয় সেদিকে নজরদারি করবে প্রত্যেক পুজো কমিটি। এমনকি পুজো উদ্যোক্তাদের প্রত্যেককেই কোভিড পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রতিমা মণ্ডপে নিয়ে আসা এবং বিসর্জনে শোভাযাত্রা করা যাবে না। পাঁচ-ছয়জনের বেশি লোক একসঙ্গে এই কাজ করতে পারবেন না। পুজোর অঞ্জলি দিতেও যাতে কোনও ভিড় না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে অনেকটা সময় ধরে অঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ভিড় এড়াতে পুজোর প্রসাদও বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'মানুষ এখনও সচেতন না হলে এই ভাইরাসের মোকাবিলায় আমাদের খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমরা ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় কোভিড হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা বাড়াচ্ছি। জলপাইগুড়িতে ৩৫০ শয্যা রয়েছে। সেখানে আরও ২০০ শয্যা বাড়ানোর নির্দেশ এসেছে। শিলিগুড়িতে ৪৮৪ শয্যা রয়েছে। এখানে প্রায় ১৬০টি শয্যা জরুরি প্রয়োজনের জন্য রাখা রয়েছে।'

কিন্তু কোথায় এত শয্যা? শিলিগুড়ির একটি কোভিড হাসপাতাল এবং একটি বেসরকারি হাসপাতাল মিলিয়ে তো ২২০টি শয্যা রয়েছে। বাকি কোন হাসপাতালে এত শয্যা রয়েছে? ওএসডি এব্যাপারে কোনও সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। তাঁর পাশে বসে থাকা দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রলয় আচার্য বলেন, 'প্রধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল সহ আরও হাসপাতাল রয়েছে।' কিন্তু সেগুলিতে তো বেসরকারিভাবে চিকিৎসা হচ্ছে। এর কোনও জবাব দিতে পারেননি স্বাস্থ্যকর্তা।

সংক্রমণ রুখতে মানুষকে সচেতন হওয়ার কথা বলা হলেও প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, কেন বাজারগুলিতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সুশান্তবাবু বলেন, প্রশাসনকে সক্রিয় হতে বলেছি। পুজো উদ্যোক্তাদের বেশ কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হলেও কোভিড-১৯ প্রোটোকল আদৌ মানা হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে কোনও বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা থাকছে না বলে জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে পুজো নিয়ে বৈঠক। ছবি : সূত্রধর

যুবকের মৃত্যু

চাকুলিয়া, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার বিকেলে চাকুলিয়া থানার পাগলপিরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মাহফুজ আলম (২৮) চাকুলিয়া থানার বালাঞ্চা গ্রামের বাসিন্দা। এদিন মাহফুজ নিজের দোকানে মিটারের সঙ্গে বিদ্যুতের তার সংযোগ করার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময়ই তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দোকানের মেঝেতে পড়ে যান। আশপাশের লোকজন এসে তাঁকে চাকুলিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। পরে তাঁকে অন্যত্র রেফার করা হলে রাস্তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবারে স্ত্রী, দুই মেয়ে এবং এক ছেলে রয়েছেন। তিনি এলাকায় লাইনের মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন।

সাফাই অভিযান

মেটেলি, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার মাল ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবির তরফে ইনডং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাফাই অভিযান হল। এদিন এসএসবি জওয়ানরা হাতে ঝাড়ু নিয়ে ওই সাফাই অভিযান করেন। মাল ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবির কমান্ডান্ট পরাগ সরকার, ডেপুটি কমান্ডান্ট পার্থসারথি রায়, দীপক সিং জায়রা সহ ৪০ জন এসএসবি জওয়ান উপস্থিত ছিলেন। এসএসবির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা।

পাট্টা বিলি

নকশালবাড়ি, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের তরফে ১৮টি ভূমিহীন পরিবারের হাতে জমির পাট্টা তুলে দেওয়া হল। এদিন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে বিডিও বাপি ধর পাট্টা বিলি করেন। উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সরোজকিরণ টোপ্পো, বিডিও বাপি ধর, নকশালবাড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ডিএল ভুটিয়া, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ অমর সিনহা প্রমুখ।

নেশা ছাড়াতে ভার্চুয়াল কর্মশালা

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের শিশুসুরক্ষা ইউনিট এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের উদ্যোগে হোমের আবাসিকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল কর্মশালার আয়োজন করা হল। এই কর্মশালায় জলপাইগুড়ির সরকারি কোরক হোম, মেয়েদের নিজলয় এবং অনুভব হোম থেকে ১৩৯ জন কিশোর এবং ৭২ জন কিশোরী অংশ নিয়েছিল। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রমেন্দ্রনাথ প্রামাণিক বলেন, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের জেলা টোব্যাকো কন্ট্রোল সেল থেকে এই ভার্চুয়াল কর্মশালা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ধাপে ধাপে হয়েছে। তামাক স্বাস্থ্যের কী ক্ষতি করে, সেটাই কর্মশালায় বোঝানো হয়েছে।'

করোনাকালে এবং লকডাউনে বিভিন্ন হোমের কিছু আবাসিকের মধ্যে তামাকজাত নেশার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। বিশেষ করে ছেলেরা ধূমপান ও গুটখা- দুটিকেই নেশার তালিকায় রেখেছে। মেয়েরা প্রধানত গুটখাকেই বেছে নিয়েছে। জেলা শিশুসুরক্ষা ইউনিটের আধিকারিক সুদীপ ভদ্র জানিয়েছেন, ধূমপান এবং নেশার সামগ্রী কী ধরনের ক্ষতি করে তা বোঝাতে ভিডিও, স্টিল ছবি দেখানো হয়েছে। করোনাকালে একঘেয়েমি কাটাতে হোমগুলিতে খেলা, নাচ-গান, গল্প বলা, পিকনিকের ব্যবস্থা করে মন ভালো করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই আবাসিকদের অধিকাংশই বিভিন্ন বস্তি এলাকা থেকে এসেছে। এদের মধ্যে আগে থেকেই তামাকজাত নেশার সামগ্রীর প্রতি ঝোঁক ছিল। করোনা পরিস্থিতিতে তা বেড়েছে বলে খবর পাওয়াতেই এই কর্মশালার মাধ্যমে তাদের বোঝানো হয়েছে। কেন তামাকজাত নেশা করা হয়- কর্মশালায় এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই অনেক আবাসিক লজ্জাবোধ করে। এক আবাসিক বলল, 'মাঝেমধ্যে গুটখা খাই। স্কুলে যেতে পারছি না। সারাদিন নিজেরাই হোমের মধ্যে গল্প, পড়াশোনা করছি। তাও মন ভালো থাকছে না।'

বিডিওকে স্মারকলিপি

ময়নাগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার সিটু অনুমোদিত ই-রিকশা চালক ইউনিয়নের ময়নাগুড়ি শাখার তরফে চার দফা দাবিতে বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হল। তাঁদের দাবি, ময়নাগুড়ি শহর এবং লাগোয়া এলাকার আবেদনকারী টোটোচালকদের পরিচয়পত্র বিডিও অফিস থেকে দিতে হবে। করোনা পরিস্থিতির জন্য প্রত্যেক টোটোচালককে মাসিক ৭,৫০০ টাকা দিতে হবে। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে করোনা পরিস্থিতির জন্য বিদ্যুতের বিল পুরোপুরি মকুব করতে হবে। সংগঠনের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শুভাশিস সরকার বলেন, 'টোটোচালকের পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে ৩৫০ টাকার বিনিময়ে। তা দিচ্ছে কতিপয় দালাল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেড় হাজার-দু'হাজার টাকার বিনিময়ে টোটোচালকদের পরিচয়পত্র দেওয়া হচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদে পথে নেমেছি। ৫০ টাকার বেশি পরিচয়পত্রের জন্য নেওয়া যাবে না।' কর্মসূচিতে সংগঠনের ময়নাগুড়ি ব্লক সভাপতি শান্তিমোহন অধিকারী ও সম্পাদক চিন্ময় সরকার উপস্থিত ছিলেন। ময়নাগুড়ির বিডিও ফিন্টসো শেরপা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, 'পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

বিজেপির লক্ষ্য বিধানসভা ভোট

বাড়ি বাড়ি ৫ লক্ষ বই বিলি

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি প্রচার কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ৫ লক্ষ পুস্তিকা ছাপিয়ে বাড়ি বাড়ি তা পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এই পুস্তিকায় বিজেপি তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সার্বিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছে যেমন, তেমনি জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিজেপি কর্মীরা শাসকদলের হাতে কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মাল এবং নাগরাকাটা বিধানসভায় ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ের প্রচার কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। প্রচার কর্মসূচিকে তুঙ্গে তুলতে গেরুয়া শিবির বিডিও অফিস ঘেরাও, অঞ্চল এবং ব্লক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত শুক্রবার সাতটি বিধানসভার নেতা-কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির দপ্তরে সাতটি বিধানসভার পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পুস্তিকা বিবরণ

- পুস্তিকায় তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সার্বিক ব্যর্থতার অভিযোগ রয়েছে
- বিজেপি কর্মীরা শাসকদলের হাতে কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে
- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি, রাজগঞ্জ, ময়নাগুড়িতে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রচার কর্মসূচি শুরু হয়েছে

এদিন জলপাইগুড়ি জেলার পর্যবেক্ষক নীলাঞ্জন রায়, দলের রাজ্য কমিটির সদস্য দেবজ্যোতি রায়ের উপস্থিতিতে আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, আগামী ৫ নভেম্বর জেলার সাতটি বিডিও অফিস ঘেরাও করা হবে। পঞ্চায়েতের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি, গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজ থেকে বঞ্চিত হওয়া, সরকারি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ক্ষেত্রে স্বজনপোষণের প্রতিবাদে বিডিও অফিস ঘেরাও হবে। ১৩ নভেম্বর থেকে জলপাইগুড়ি জেলার বুথ সম্মেলন হবে। বুথ সম্মেলনের শেষে ২৫ নভেম্বর থেকে অঞ্চল সম্মেলন হবে। জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি ৫ লক্ষ পুস্তিকা ছেপেছে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার হিন্দি ভাষায় এবং ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বাংলা ভাষায় পুস্তিকা রয়েছে। বাপিবাবু বলেন, নির্বাচন কমিশন এখনও পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনি নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেনি। বিষয়টি মাথায় রেখে গ্রাম, শহর এবং চা বলয়ে প্রচারে নামা হচ্ছে।

বৃষ্টির আশঙ্কা

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের আশঙ্কা আছে। তাই পুজোর দিনগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির আশঙ্কার কথা আবহবিদরা জানিয়েছেন। বিশিষ্ট আবহবিদ ডঃ সুবীর সরকার শুক্রবার জানান, বর্ষার মরশুম ১৫ জুন থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত থাকে। ইতিমধ্যেই বর্ষা বিদায় নিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা থাকায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। পুজোর দিনগুলিতে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের চারটি সেচ ডিভিশনে গত বছরের নিরিখে এবার ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সেচ দপ্তরের সহকারী বাস্তুকার শান্তনু ধর জানিয়েছেন, জলপাইগুড়িতে ৪৩১১.২০, আলিপুরদুয়ারে ৭১৪২.৪০, কোচবিহারে ৩৯০৬, শিলিগুড়িতে ৪৫৫৬.৮০, হাসিমারায় ৫৫০৬.২০, মালবাজারে ৫৩৭১.৪০, বানারহাটে ৫০৪৪.৪৭, মাথাভাঙ্গায় ৩৯১৮.৬০, তুফানগঞ্জে ৬৫৯৮ এবং ময়নাগুড়িতে ৪৪৩৪.৭৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

ওঝার দ্বারস্থ

চোপড়া, ১৬ অক্টোবর : সাপের কামড়ে মৃত শিশুকে বাঁচাতে পরিবারের সদস্যরা ওঝাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপে শুক্রবার চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গাগছের ওই শিশুকন্যার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই শিশুকে সাপে কামড়ায়। পরিবারের সদস্যরা তাকে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা মেয়েটিকে স্থানীয় দুই ওঝার কাছে নিয়ে যান। প্রশাসন বিষয়টি জানতে পেরে মেয়েটিকে দলুয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। স্থানীয় পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপে রাতে মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়।

নয়ানজুলিতে উলটে পড়েছে ট্রাক। ছবি : অমিত রায়

নয়ানজুলিতে ট্রাক উলটে আহত চালক

মানিকগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ফসফেট সারবোঝাই একটি ট্রাক। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন জুড়িবান্দি এলাকায়। ঘটনায় আহত হন চালক। প্রত্যক্ষদর্শী রিপন মণ্ডল, গোপাল সরকার, সঞ্জিত সরকার জানান, ফসফেট সারবোঝাই ট্রাকটি জলপাইগুড়ির দিক থেকে হলদিবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ এই এলাকায় এসে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজ্য সড়ক সংলগ্ন নয়ানজুলিতে উলটে যায়। ট্রাকের সামনের অংশ অনেকটাই নয়ানজুলির জলে ডুবে যায়। ট্রাকটি উলটে যাওয়ার আগেই চালক লাফিয়ে প্রাণে বাঁচেন। তবে লাফ দেওয়ায় মাথা, ঘাড় সহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পান তিনি।

ট্রাকচালক সুশীল সরকার বলেন, 'শিলিগুড়ি থেকে ফসফেট সারবোঝাই করে আমি হলদিবাড়ি যাচ্ছিলাম। বাকি রাস্তা ঠিকঠাক এলেও এই এলাকায় এসে ট্রাকের স্টিয়ারিংয়ের সমস্যা দেখা দেয়। তাতেই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ট্রাকে আমি একাই ছিলাম।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মানিকগঞ্জ আউটপোস্টের পুলিশ। ট্রাকটি উদ্ধার করে আউটপোস্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্মারকলিপি প্রদান

চালসা, ১৬ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে, সঠিক প্রাপকের নাম বাদ দিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের নাম ঢোকানো হচ্ছে। এছাড়াও র‍্যাশন কার্ড, জব কার্ড নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। এই সব দাবির ভিত্তিতে শুক্রবার মেটেলি ব্লক জাতীয় কংগ্রেসের তরফে মেটেলির বিডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হল। এদিন ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা বিডিও অফিসের সামনে জমায়েত হন। এরপর একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে বিডিওকে স্মারকলিপি দেয়। দাবিগুলি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন বিডিও সুমা বড়াল।

পঞ্চায়েত অফিসে বিক্ষোভ আদিবাসীদের

করণদিঘি, ১৬ অক্টোবর : পঞ্চায়েত অফিস নির্মাণের জন্য রবি ওরাওঁয়ের জমি অধিগ্রহণের দাবিতে শুক্রবার করণদিঘি ব্লকের আলতাপুর-২ পঞ্চায়েতে তিরধনুক নিয়ে ব্যাপক জমায়েত করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্বেচ্ছায় গ্রাম পঞ্চায়েতকে জমি দিতে চাইলেও ভূমি অধিগ্রহণ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আলতাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পবন সিংহ এক আদিবাসীর জমি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের জন্য গ্রহণ করছেন না- এই অভিযোগে বাসিন্দারা পঞ্চায়েত প্রধানকে স্মারকলিপি দিতে চাইলে প্রধান তাঁর পারিবারিক অসুবিধার কথা জানিয়ে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানান। তারপরও এদিন দুপুর ২টো থেকে স্যামুয়েল মার্ডি, শৈলেন সোরেন, সঞ্জয় হাঁসদা, মলয় সরকার, তপন সিংহ, নৌসাদ আলি প্রমুখের নেতৃত্বে কয়েক হাজার আদিবাসী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পুরোনো কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান। করণদিঘি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে পৌঁছোন করণদিঘির বিডিও বিজয় মোক্তানও। বিডিওর কথা তাঁরা মানতে অস্বীকার করেন। তাঁরা জানান, প্রধান তাঁদের বলেছেন জেলা শাসকের নির্দেশ আদিবাসীদের জমি নেওয়া যাবে না। কিন্তু জেলা শাসকের এরকম কোনও নির্দেশের কাগজ তিনি দেখাননি। আদিবাসীদের দাবি, জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের সর্বত্র তাঁরা বহু চিঠি করেছেন। কিন্তু কোনও সদুত্তর পাচ্ছেন না। এদিন তাঁদের আন্দোলনের জেরে কার্যত কয়েক ঘণ্টা ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। বিডিও বিজয় মোক্তান বলেন, 'পুজোর ছুটির পর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনায় বসা হবে।' প্রশাসনের কাছে এমন আশ্বাস পাওয়ার পর এদিনের আন্দোলন তাঁরা তুলে নেন।

নৌকোর প্যান্ডেল মেখলিগঞ্জে

মেখলিগঞ্জ, ১৬ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জের পশ্চিমপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির প্রতিমা আসছে ময়নাগুড়ি থেকে। প্যান্ডেলের দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় পুলক পাল। পুজো কমিটির সম্পাদক দিব্যায়ন সরকার জানান, এবার নৌকোর ওপর প্যান্ডেল তৈরি করেছেন তাঁরা। স্বাস্থ্যবিধি মেনে পুজো হবে।

স্টিকার বিলি

গয়েরকাটা, ১৬ অক্টোবর : শুক্রবার বানারহাট থানার ট্রাফিক ওসির নেতৃত্বে গয়েরকাটায় এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮'এর ওপর চৌপথিতে সাইকেল ও ভ্যানচালকদের মধ্যে রিফ্লেক্ট স্টিকার বিতরণ করা হয়। বানারহাট থানার ট্রাফিক ওসি কমল দে বলেন, 'সাইকেল ও ভ্যানচালকদের যাতে দুর্ঘটনার কবলে না পড়তে হয়, তাই এই উদ্যোগ।'